জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ '৯৮

১৪-১৮ জুন

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JUN 1998 ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রেক্ষিত ও পরিস্থিতি

স্বাধীনতার পর ঃ শিক্ষা সকল শিশুর সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। কিন্তু এ অধিকার নিশ্চিত ছিল না বলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭৩ সালে পর্যায়ক্রমে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালকে সরকারীকরণের মাধ্যমে সকল শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চারিত হয়। তবে ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের হত্যাকান্ডের পর প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রা প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ইতোমধ্যে ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৯ সালের অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ সালের মফিজ কমিশন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনের চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাবনার অনেক উপাদান ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশে এখন স্কুল গমনোপযোগী (৬ থেকে ১০ বছর বয়সী) শিশুর সংখ্যা ১,৯৫,৪৫,৫৮৯। এদের ৯২.২৫ শতাংশ স্কুলে যাচ্ছে। মোট ৩৭,৭১০টি সরকারী, ১৯৫২৯টি রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী ও ৩৪৭২টি আন-রেজিষ্টার্ড বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এইসব শিশুর অধিকাংশ পড়ছে। এছাড়া ১২৯২টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাইমারী স্কুল, ৮২৩১টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ১৫৪৫টি কিন্ডারগার্টেন, ১০৪২টি স্যাটেলাইট স্কুল, ৩২৬৩টি কমিউনিটি স্কুলসহ প্রায় ৯৯,৪২৫টি প্রাথমিক মানের বিদ্যালয়ে শিশুরা লেখাপড়া করছে। ১৯৯১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৭৬ শতাংশ। ১৯৯৭ সালে তা ৯২.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০ ভাগ বেশী। এই উত্তরণ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

নতুন ধারণা প্রয়োগঃ

আপন আপন সন্তান ও প্রতিপালকদের শিক্ষায় পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উৎসাহিত করা এবং শিশুদের কাছে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যেমন ঃ

১) **স্যাটেলাইট স্কুল ঃ** একটি মূল স্কুলকে কেন্দ্র হিসাবে এক বা একাধিক স্যাটেলাইট স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এই ধরণের স্কুলের সংখ্যা ১০৪২টি। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি স্কুলগুলো পরিচালনা করছে। শিক্ষকরাও নির্বাচিত হন স্থানীয়ভাবে। এ সব বিদ্যালয়ে ১ম ও ২য় শ্রেণী পড়ার পর শিক্ষার্থীরা মূল স্কুলে ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি হয়। স্যাটেলাইট স্কুলের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট হারে মাসিক সম্মানী দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে ৪০০০ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই '৯৫ থেকে শুরু হয়েছে।

২) **কমিউনিটি স্কুল ঃ** এই উদ্যোগও পরীক্ষামূলক। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় স্থানীয় জনগণের দেয়া জমিতে স্বল্পব্যয়ে এই ধরণের স্কুল নির্মিত হয়। স্থানীয় জনগণই এই ধরণের স্কুল পরিচালনা করে। সরকার শিক্ষকদের ভাতা প্রদান করে।

৩) **নিবন্ধকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ** এগুলোও স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয় এবং সরকারী অনুদান পেয়ে থাকে। শিক্ষকরা মূল বেতন এর ৫০ থেকে ৭১ ভাগ সরকার থেকে পেয়ে থাকে। ব্যবস্থাটি নতুন তবে দ্রুত সম্প্রসারণশীল। দেশে এই ধরণের রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৯,৫২৯।

৪) **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ গ্রামীন এলাকায় বিদ্যালয় ঃ** গমনোপযোগী হওয়ার আগেই অনেক শিশু স্কুলে ভীড় জমায়। এ শিশুদের স্কুলে ভর্তি না করে ফিরিয়ে দিলে একেবারে কাঁচা বয়সে তাদের মন ভেঙ্গে যেতে পারে এবং শিক্ষার ব্যাপারে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে। এই বাস্তবতার আলোকে অত্যন্ত অল্প বয়সে শিশুদের স্কুলে যাওয়া আসার অভ্যেস গড়ে তোলার জন্যে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী চালু করার ব্যাপারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তির হার আরো বৃদ্ধি পাবে।

৫) **শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ঃ** অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে অভিভাবক শিশুদের স্কুলে পাঠানোর বিষয়টি তাৎক্ষণিক লাভ ক্ষতির মানদন্ডে বিচার করেন। তারা শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে জীবিকা অর্জনের কাজে নিয়োজিত করেন। তাছাড়া অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। সমস্যাটি মূলতঃ অর্থনৈতিক। অভিভাবকদের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচী পরীক্ষামূলকভাবে ৪৬০টি ইউনিয়নে চালু করা হয়। কর্মসূচীর সাফল্য লক্ষ্য করে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ১ হাজার ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ৪জন শিক্ষক বিশিষ্ট এবতেদায়ী মাদ্রাসার বাছাইকৃত অভিভাবকদের খাদ্য সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শতকরা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকার শর্তে একজন শিশুর জন্য ১৫ কেজি ও একাধিক শিশুর জন্য ২০ কেজি গম কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবেও এই কর্মসূচী প্রশংসিত হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ দেশের প্রাইমারী শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল নীতি নির্ধারণে সুবিশাল কার্যক্রম এই বিভাগের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা সম্প্রসারণ এর ক্ষেত্রে থানাভিত্তিক প্রশাসনের গুরুত্ব অধিক। প্রতিটি থানায় ১৫টি থেকে ২০টি বিদ্যালয় নিয়ে স্কুল ক্লাষ্টার গঠিত এবং প্রতি ক্লাষ্টারের দায়িত্বে আছেন একজন সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট ঃ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও নিয়মিত পরিবীক্ষ জন্যে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠণ করা হয়েছে। ইউনিট রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও নির্ধারিত হা মাসিক বেতন বাবদ অনুদান প্রদান করে। মাঠ পর্যায়ের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও পর্যালো এবং কর্মসূচীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য প্রচার গণযোগাযোগ, শিশু জরিপ এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন এই পরিবীক্ষণ কোষের দায়িত্ব।

গুণগত ও পরিমাণগত মানের সমন্বয় সাধন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তরণের সাফল্য বিবেচনা করলে দেখা যায় এর পরিমাণগত সাফ প্রায় ৯২ শতাংশ। তবে গুণগত মানদণ্ডে যাচাই করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, পরিমাণগত দিকের সাথে এটি সমতা রাখতে পার না। অত্যন্ত কাঙ্খিত এই দুই ধারার সমন্বয়হীনতার কারণ হলো শিক্ষাক্রম, শিক্ষক যোগ্যতা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাম্প্রতিকতার অভ এবং ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতার অভাব ও যোগ্যতার স্বল্পতা। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠে গুণগত ও পরিমাণগত ধারার ম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ

ক) শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন ঃ সাধারণতঃ দেশ, জাতি, সমাজ ও সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়ে থাকে। দেশীয় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে কালের বিবর্তনের সাথে মানুষের আশা-আকাঙ্খার পরিবর্তন ঘটে। সময় ও সমাজের চাহিদাকে সামনে রে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায় প্রায় শেষের পথে। এই শিক্ষাক্রম দেশ, কাল ও সময়ের দাব সাথে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হবে। এতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, বিজ্ঞান বর্তমান জীবন প্রযুক্তি নির্ভরতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

খ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক। এই দিক বিবেচনা করে শিক্ষক প্রশি উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের চাহি নিরূপণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিদপ্তরের অধীনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ৫৩ পিটিআই এবং থানা পর্যায়ে সাব-ক্লাষ্টার এর মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণভাবে বর্তমানে দুই ধরণের প্রশি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

১) **পিটিআইভিত্তিক নিয়মিত এবং দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সি-ইন এড প্রশিক্ষণ ঃ** চাকুরীরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এক বেসরকারীসহ ৫৪টি পিটিআই বর্তমান। প্রতি বছর ১০৫০০ শিক্ষককে এইসব পিটিআই এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই কার্যক্রমের অধীনে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষকর প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নত করার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে সাথে বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৮৭ হাজার বেসরকারী রেজিষ্টার্ড স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে পিটিআইগুলোতে দু শিফট চ করা হচ্ছে।

২) **চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ ঃ** চাকুরীজীবনের শুরুতে শিক্ষকগণ মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়ে তাকে। এটি সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ। সময়ান্ত এই প্রশিক্ষণলব্ধ দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক নবতর উদ্ভাবিত ধ্যান-ধারণার বিষয়েও তার অনবহিত থাকে এইসব বিষয়ের কথা বিবেচনা করে প্রতি সাব-ক্লাষ্টার এর অধীন ৪/৫টি বিদ্যালয় এর ২০-২৫ জন শিক্ষক নিয়ে গঠিত সাব-ক্লাষ্টা শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ২ মাসে অনুষ্ঠিত এই সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের দ্বারা সহকারী থানা অফিসারগণ শিক্ষকদের শিক্ষ নবোদ্ভাবিত পদ্ধতির ধারণা প্রদান করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ সমগ্র দেশের প্রায় ১১ হাজার সাব-ক্লাষ্টার কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ শিক্ষক, পিটিআই, ইন্সট্রাক্টর, সহকারী থানা শি অফিসার ও থানা শিক্ষা অফিসারদের পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য আরো অনেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১) প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা; ২) বহুমুখী শিখন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ; ৩) হিসা ব্যবস্থাপনা; ৪) ষ্টোর ব্যবস্থাপনা; ৫) স্কুল হেলথ পাইলট প্রজেক্ট ইত্যাদি

গ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ ঃ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পিটিআই প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সি.ইন.এড শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এবং সি.ইন.এড কোর্স পরিচাল ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমীর অধীনেই হয়ে থাকে। তাছাড়া সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, থানা শিক্ষা অফিসার, জে শিক্ষা অফিসার এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণ, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী বা নেপেই হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ১১০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষ প্রদান ও প্রশিক্ষণোত্তর মনিটরিং বাস্তবায়ন, ফলোআপ ও ফিডব্যাক লাভের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উন্নয়নের ব্যবস্থা করছে।

ঘ) মডেল স্কুল ঃ

কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শিক্ষার উন্নয়নের ধারাকে থানা পর্যায়ে উপস্থিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিটি থানাতে একটি করে মোট ৪৯১ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। মডেল স্কুল পরিচালনার জন্য অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক থাকা দরকার। তাই মডে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমপক্ষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও গ্রাজুয়েট হবেন এবং সকল সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পা হবেন। শিক্ষকগণ নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবেন। মডেল স্কুলের শিক্ষকগণ নিজেরাই শিক্ষোপকরণ তৈরী করে পাঠদান করবেন তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীগণ বৃত্তি লাভ করবে। মডেল স্কুলে পাঠ্যক্রমিক ও সহপাঠ্যক্রমি কার্যাবলীকে সমান গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় এবং প্রতি বৃহস্পতিবার প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে শিক্ষক-কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠি হয়। এই সভায় বিদ্যালয় উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিটি মডেল স্কুলের সাথে একটি করে থানা রিসোর্স সেন্টা ও পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা অতি অল্প দিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

ঙ) পাঠাগার স্থাপন ও উন্নয়ন ঃ বিশ্বের বিশাল জ্ঞান ভান্ডারকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর কাছে নিয়ে যেতে সরকার বিপুল সংখ্য পাঠাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাই মডেল স্কুল সংলগ্ন থানা রিসোর্স সেন্টার এর সাথে একটি পাঠাগার স্থাপন এবং প্রাথমি শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও পিটিআইসমূহের পাঠাগারগুলোর সম্প্রসারণ এর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্য উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রচুর গবেষণা ও সমীক্ষাধর্মী গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে এই গ্রন্থাগার স্থানীয় জনগনে জীবনে বয়ে আনবে আধুনিকতার হাওয়া। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে সকল মানবীয় গুণাবলীর সমন্ব সাধিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে নারী ঃ সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়ন এবং সার্বিক উন্নয়নে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রয়াসকে কার্যকর করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা মনোনয়ন করা হয়। শুধু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষাক্রমে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পাঠ্যপুস্তক অলংকরণ ও বিন্যাসে উভয়কে সমগুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে জীবনীভিত্তিক পাঠে মহিয়সীদের জীবন কাহিনীর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া স্যাটেলাইট স্কুলের শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সকল পর্যয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষকের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পিটিআইসমূহে মহিলা হোষ্টেল সম্প্রসারণ ও চাকুরীকালীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য মহিলা শিক্ষক নির্বাচনে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের ভর্তির জন্য ভৌত সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি, স্থিতি এবং নিয়মিত ফলাফল পরীক্ষার জন্য পরিদর্শন ছকে পৃথক কলাম রাখা হয়েছে।

কমিটি গঠন ঃ প্রতিটি স্কুলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পর্যায়ে সামাজিক সংযুক্তি ও সম্পৃক্ততার জন্য ১৩,৩৮০টি ওয়ার্ড কমিটি, ৪৪৫০টি ইউনিয়ন কমিটি, ৪৮১টি থানা কমিটি এবং ৬৪টি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। স্যাটেলাইট ও কম্যুনিটি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরণ ও বিদ্যালয়কে শিশুদের নিকট আকর্ষণীয় করার কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ঃ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রয়াসে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধনই জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদানও এই সপ্তাহের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার ও শিশু শিল্পীকে এই সপ্তাহে পুরস্কৃত করা হয়। পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের ৮ ধরণের শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত করার জন্য পুরস্কার করা হয়। নগদ অর্থ ছাড়াও পুরস্কৃতদের পদক এবং সনদ পত্র দেয়া হয়। শ্রেষ্ঠ কাব সংগঠক, শ্রেষ্ঠ কাব শিশু, শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী, শ্রেষ্ঠ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটিকেও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

নববর্ষ উদ্‌যাপন ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ঃ এ বছর প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের অংশ হিসেবে প্রথম বারের মত 'প্রাথমিক শিক্ষার নববর্ষ' উদ্‌যাপন করা হয়। এই কার্যক্রম এখন থেকে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে। থানা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শিশুদের পুরস্কার বিতরণ, জেলা পর্যায়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং শিশু জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সৌহার্দপূর্ণ মতামত বিনিময় প্রাথমিক শিক্ষার নববর্ষ উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গণসচেতনতার সৃষ্টি ঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। সমাজকে প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রমে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমকে পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য পোষ্টার এবং অডিও, ভিডিও ক্যাসেট প্রকাশ ও সংবাদপত্রসহ ইলেক্ট্রনিক ও বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যমকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সকল প্রচারে প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে 'সবার জন্য শিক্ষা' একটি জনপ্রিয় কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা মানোন্নয়ন ও দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রয়াসে সাবেক সচিব ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। দেশে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন, পরামর্শ দান এবং লক্ষ্যমাত্রা, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

উপসংহার ঃ সমাজের সকল স্তরের জনগণ এখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহী। সমাজে এ ব্যাপারে উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেড়েছে এবং মানবজীবনের ভিত্তিভূমির এই শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস অভিভাবকসহ সমাজের সকল সোপানের প্রতিনিধির নৈষ্ঠিক সহযোগিতায় প্রাথমিক শিক্ষা সরনীতে দেশ এগিয়ে যেতে পারবে। অসম্পূর্ণতা, প্রতিবন্ধকতা ও সম্পদের অপর্যাপ্ততা কখনো কখনো অস্বস্তিকর হতে পারে বটে, পথ চলা থামিয়ে দেয়ার শক্তি এগুলোর নেই। জাতি যখন বুঝতে পেরেছে, জীবনের জন্য শিক্ষা বিকল্পহীন দীর্ঘ পথের শেষে আমরা গন্তব্যে পৌঁছুতে পারবোই।